‘তোমাদের মধ্যে উত্তম সেই ব্যক্তি যে নিজে কুরআন শিখে ও অন্যকে শিখায়’ (বুখারী)

আরবী ক্বায়েদা

২য় ভাগ

মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব

www.ahlehadeethbd.org

Contents

আরবী ক্বায়েদা

২য় ভাগ

মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব

হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ

www.ahlehadeethbd.org

Contents

সূচীপত্র (المحتويات)

বিষয়	পৃষ্ঠা
ভূমিকা	৫
আরবী ক্বায়েদা	
সূরা ফাতিহা	৬
কুরআন পাঠের আদব	৭
মজলিস ভঙ্গের দো'আ	৮
কুরআন শিক্ষার ফযীলত	৮
কুরআনের হাফেয এবং তার পিতা-মাতা ও অভিভাবকের উচ্চ মর্যাদা	৯
কুরআন ভুলে যাওয়া থেকে সাবধান!	১০
কুরআন শিক্ষা কোর্স	১০
সবক-১ : আরবী বর্ণমালা	১১
প্রশ্নমালা-১	১২
সবক-২ : মাখরাজ সমূহ	১৩
প্রশ্নমালা-২	১৭
সবক-৩ : হরফসমূহের প্রকারভেদ	১৭
প্রশ্নমালা-৩	১৮
সবক-৪ : পড়া ও লেখার নিয়ম	১৯
প্রশ্নমালা-৪	১৯
সবক-৫ : আরবী হরফ সমূহ লিখন পদ্ধতির নমুনা	২০
প্রশ্নমালা-৫	২২
সবক-৬ : হরকত-এর পরিচয়	২৪
প্রশ্নমালা-৬	২৬
সবক-৭ : তানভীন-এর পরিচয়	২৭
প্রশ্নমালা-৭	২৯
সবক-৮ : সুকূন-এর পরিচয়	৩০
প্রশ্নমালা-৮	৩৩
সবক-৯ : তাশদীদ-এর পরিচয়	৩৪
প্রশ্নমালা-৯	৩৫

সবক-১০ : মাদ্দ ও ক্বছর ৩৬
প্রশ্নমালা-১০ ৩৭
(খ) মাদ্দে ফারঈ ৩৯
প্রশ্নমালা-১১ ৪২
সবক-১১ : নূন সাকিন ও তানভীন-এর হুকুম ৪৩
প্রশ্নমালা-১২ ৪৫
সবক-১২ : মীম সাকিনের হুকুম ৪৬
প্রশ্নমালা-১৩ ৪৭
সবক-১৩ : গুন্নাহ ৪৮
প্রশ্নমালা-১৪ ৪৮
সবক-১৪ : নূনে কুৎনী ৪৯
প্রশ্নমালা-১৫ ৪৯
সবক-১৫ : পোর ও বারীক ৫০
প্রশ্নমালা-১৬ ৫৩

যরূরী জ্ঞাতব্য সমূহ

১. আল-আসমাউল হুসনা বা আল্লাহ্র সুন্দর নাম সমূহ ৫৪
২. আক্বীদা (তাওহীদ, শিরক, সুন্নাত, বিদ'আত) ৫৯
৩. ঈমান, ইসলাম, ইবাদত ও ফেরেশতাগণের পরিচয় ৫৯
৪. নবীগণের পরিচয় ৬০
৫. হযরত মুহাম্মাদ (ছাঃ) ও তাঁর নবুঅতকাল ৬০
৬. খুলাফায়ে রাশেদীনের পরিচয় ৬১
৭. হারামায়েন-এর পরিচয় ৬১
৮. কুতুবে সিত্তাহ ৬২
৯. জান্নাত ও জাহান্নামের নামসমূহ ৬২
১০. আমপারা অংশ : (১) সূরা যিলযাল, প্রশ্নমালা-১৭। (২) 'আদিয়াত, প্রশ্নমালা-১৮। (৩) ক্ব-রে'আহ, প্রশ্নমালা-১৯। (৪) তাকাছুর, প্রশ্নমালা-২০ (৫) আছর, প্রশ্নমালা-২১। ৬৩
১১. ছালাত পরবর্তী যিকর সমূহ ৬৬
১২. কবিতা; উপদেশমালা ৬৮

بسم الله الرحمن الرحيم

ভূমিকা

নাহ্মাদুহূ ওয়া নুছল্লী ‘আলা রসূলিহিল কারীম। আম্মা বা‘দ-

নতুন সংস্করণের **‘আরবী ক্বায়েদা’ ২য় ভাগ** প্রকাশ করতে পেরে আমরা আল্লাহ্র শুকরিয়া আদায় করছি। *আলহামদুলিল্লাহ*। এটি দ্বিতীয় শ্রেণীর পাঠ্য তালিকার অন্তর্ভুক্ত। প্রথম শ্রেণীর জন্য **আরবী ক্বায়েদা ১ম ভাগ** ইতিমধ্যে প্রকাশিত হয়েছে। আরবী পৃথিবীর সকল ভাষা গোষ্ঠীর মা। আরবী মানবজাতির আদি পিতা-মাতা আদম ও হাওয়ার ভাষা। আরবী জান্নাতের ভাষা, পবিত্র কুরআন ও হাদীছের ভাষা। আরবী আমাদের প্রিয়নবী হযরত মুহাম্মাদ *ছল্লাল্ল-হু ‘আলাইহে ওয়া সাল্লাম*-এর মাতৃভাষা। আরবী না জানলে ইসলামের প্রকৃত জ্ঞান অর্জন করা সম্ভব নয়। তাই আরবী ভাষা শেখার আগে তার হরফ ও হরকত সমূহের উচ্চারণ ও ব্যবহারের ক্বায়েদা বা পদ্ধতি সমূহ জানা প্রত্যেক মুসলমানের জন্য অপরিহার্য কর্তব্য। নইলে ভুল উচ্চারণে ভুল অর্থ হয় এবং তাতে কঠিন গুনাহের আশংকা থাকে। সে কারণ **‘হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ’** বিষয়টির প্রতি গভীরভাবে দৃষ্টি নিবদ্ধ করে। আশা করি বাজারে প্রচলিত ক্বায়েদা সমূহের সাথে অত্র ক্বায়েদার অনন্য বৈশিষ্ট্য সমূহ সুধী পাঠকবৃন্দ সহজেই বুঝতে পারবেন।

অত্র বইয়ে কোন ছবি ব্যবহার করা হয়নি। কেননা শিশু মনে কেবল আরবী বর্ণমালা রেখাপাত করুক, এটাই আমাদের কাম্য।

অত্র ‘আরবী ক্বায়েদা’ ‘হাদীছ ফাউণ্ডেশন শিক্ষা বোর্ড’-এর অধীন মক্তব ও মাদরাসা সমূহের পাঠ্য তালিকার অন্তর্ভুক্ত। নিরক্ষরতা দূরীকরণ প্রচেষ্টার সাথে সাথে আমরা পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছ ভিত্তিক বিশুদ্ধ আক্বীদা ও ইসলামী শিক্ষার আলো ঘরে ঘরে পৌঁছে দিতে চাই। আল্লাহ আমাদের সহায় হৌন- আমীন!

সচিব
হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ

بسم الله الرحمن الرحيم

বিসমিল্লা-হির রহমা-নির রহীম

পরম করুণাময় অসীম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে (শুরু করছি)।

আরবী ক্বায়েদা

[শিক্ষক-শিক্ষিকাগণ শিক্ষার্থীদের নখ-চুল-দাঁতসহ পোষাকের পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা যাচাই করবেন। অতঃপর নিম্নের বিষয়গুলি মুখস্থ পড়াবেন ও শিখাবেন।]-

সূরা ফাতিহা

[সূরা ফাতিহাকে 'উম্মুল কুরআন' বা 'কুরআনের সারবস্তু' বলা হয়। যা ব্যতীত ছালাত সিদ্ধ হয় না'।[১]

আমি বিতাড়িত শয়তান হ'তে আল্লাহ্‌র আশ্রয় প্রার্থনা করছি।[২]	أَعُوْذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ আ'ঊযুবিল্লা-হি মিনাশ শাইত্ব-নির রজীম
পরম করুণাময় অসীম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে (শুরু করছি)।[৩]	بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ বিসমিল্লা-হির রহমা-নির রহীম
(১) যাবতীয় প্রশংসা আল্লাহ্‌র জন্য, যিনি জগত সমূহের প্রতিপালক।	اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ۝١ আলহাম্‌দু লিল্লা-হি রব্বিল 'আ-লামীন
(২) যিনি পরম করুণাময় অসীম দয়ালু।	الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۝٢ আররহমা-নির রহীম
(৩) যিনি বিচার দিবসের মালিক।	مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ ۝٣ মা-লিকি ইয়াওমিদ্দীন
(৪) আমরা কেবলমাত্র তোমারই ইবাদত করি এবং কেবলমাত্র তোমারই সাহায্য প্রার্থনা করি।	اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ ۝٤ ইইয়া-কা না'বুদু ওয়া ইইয়া-কা নাস্তা'ঈন
(৫) তুমি আমাদেরকে সরল পথ প্রদর্শন কর!	اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ ۝٥ ইহ্‌দিনাছ ছির-ত্বল মুস্তাক্বীম

১. বুখারী হা/৭৫৬; মুসলিম হা/৩৯৪; মিশকাত হা/৮২২।
২. সূরা নাহল ৯৮ আয়াত।
৩. সূরা নমল ৩০ আয়াত।

(৬) এমন লোকদের পথ, যাদেরকে তুমি পুরস্কৃত করেছ।	صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ۙ ছির-ত্বল্লাযীনা আন'আম্‌তা 'আলাইহিম
(৭) তাদের পথ নয়, যারা অভিশপ্ত ও পথভ্রষ্ট হয়েছে। (আমীন! তুমি কবুল কর!)	غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ ۧ গয়রিল মাগযূবি 'আলাইহিম ওয়া লায্‌য-ল্লীন

অতঃপর শিক্ষার্থীরা নিম্নোক্ত দো'আগুলি পড়বে।-

رَبِّ زِدْنِىْ عِلْمًا ۝ رَبِّ اشْرَحْ لِىْ صَدْرِىْ ۝ وَيَسِّرْ لِىْٓ اَمْرِىْ ۝ وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّنْ لِّسَانِىْ ۝
يَفْقَهُوْا قَوْلِىْ ۝ اللّٰهُمَّ أَيِّدْنِي بِرُوحِ الْقُدُسِ- رَبِّ يَسِّرْ وَلاَ تُعَسِّرْ وَتَمِّمْ بِالْخَيْرِ-

'রব্বি যিদ্‌নী ইল্‌মা'। 'রব্বিশ্‌রহ্‌লী ছদ্‌রী, ওয়া ইয়াসসিরলী আম্‌রী, ওয়াহ্‌লুল উক্বদাতাম মিল লিসা-নী ইয়াফক্বাহূ ক্বওলী'। আল্ল-হুম্মা আইয়িদ্‌নী বেরূহিল কুদুস। রব্বি ইয়াসসির অলা তু'আসসির ওয়া তাম্মিম বিল খয়ের'।

অর্থ : 'হে আমার প্রতিপালক! আমার জ্ঞান বৃদ্ধি কর!' (ত্বোয়াহা ১১৪)। 'হে আমার পালনকর্তা! তুমি আমার বক্ষ প্রশস্ত করে দাও' ও 'আমার কাজ সহজ করে দাও' এবং 'আমার জিহ্বার জড়তা দূর করে দাও'। 'যাতে লোকেরা আমার কথা বুঝতে পারে' (ত্বোয়াহা ২৫-২৮)। 'হে আল্লাহ! তুমি আমাকে পবিত্র আত্মা দ্বারা শক্তি বৃদ্ধি কর'।[৪] 'হে আমার প্রতিপালক! তুমি সহজ করে দাও, কঠিন করো না এবং কল্যাণের সাথে সমাপ্ত করে দাও'।

৩. কুরআন পাঠের আদব :

শিক্ষক-শিক্ষিকাগণ শিক্ষার্থীদের ছহীহ তরীকায় ওযূ শিখাবেন। অতঃপর শিক্ষার্থীরা আ'ঊযুবিল্লাহ' ও 'বিসমিল্লাহ' বলে তেলাওয়াত শুরু করবে। এসময় এটাই মনে করবে যে, আমি আল্লাহ্‌র কিতাব পড়তে যাচ্ছি। যিনি আমার সৃষ্টিকর্তা। যার দেওয়া মেধা ও শক্তির বলে আমি লেখাপড়া শিখতে পারছি। তিনি আমার সবকিছু শুনছেন ও দেখছেন। তিনি আমার মনের খবর রাখেন। তাই পবিত্র কুরআন হাতে নেওয়ার সময় আল্লাহ্‌র ভয়ে ভীত হবে। অতঃপর নিম্নোক্ত আদবগুলি মেনে চলবে।-

(১) বিনা ওযূতে কুরআন স্পর্শ করবে না' (ইরওয়া হা/১২২)। (২) কিতাব সর্বদা সসম্মানে বুকের উপরে করে আনবে এবং রিহাল বা অনুরূপ উঁচু কোন পবিত্র বস্তুর উপরে রেখে পড়বে (আবুদাঊদ হা/৪৪৪৯)। কিতাব মেঝেতে বা বিছানায় পা বরাবর রাখবে না।[৫] (৩) গভীর মনোযোগ দিয়ে পাঠ

৪. বুখারী হা/৪৫৩; মুসলিম হা/২৪৮৫; মিশকাত হা/৪৭৮৯।
৫. মুছান্নাফ আব্দুর রাযযাক হা/১৩৩১, সনদ ছহীহ।

করবে।[৬] (৪) কিতাব খোলা রেখে গল্প করবে না বা উঠে যাবেনা। কিতাব বন্ধ করতে হ'লে পড়ার স্থানে অন্য একটি কাগজ দিয়ে চিহ্ন দিবে। কখনোই কিতাবের পৃষ্ঠা মুড়াবে না বা অহেতুক দাগ দিবে না (৫) ছেলেরা সুন্দর, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন ও লম্বা-ঢিলা পাজামা-পাঞ্জাবী ও মাথায় টুপী দিয়ে পড়তে বসবে। মেয়েরা মাথায় ওড়না সহ সারা দেহ ঢিলা পোষাকে নিম্নমুখী হয়ে পৃথক স্থানে পর্দার মধ্যে বসে একমনে কিতাব পড়বে (৬) দরায গলায় স্বাভাবিক সুন্দর কণ্ঠে থেমে থেমে ধীর-স্থিরভাবে তেলাওয়াত করবে (মুযযাম্মিল ৪)। রাসূলুল্লাহ বলেন, তোমরা তোমাদের কণ্ঠস্বর দ্বারা কুরআনকে সৌন্দর্যমণ্ডিত কর'।[৭] অতএব (৭) প্রত্যেকে নিজস্ব সুরে তেলাওয়াত করবে। কোনরূপ ভান করবে না বা কৃত্রিম সুরলহরী সৃষ্টি করবে না। (৮) রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, সরবে কুরআন পাঠকারী প্রকাশ্যে ছাদাক্বা দানকারীর ন্যায়। আর নীরবে পাঠকারী গোপনে দানকারীর ন্যায়'।[৮] (৯) তেলাওয়াতের ন্যায় লেখাতেও স্বাভাবিক সৌন্দর্য ও সরলতা বজায় রাখবে। যাতে সহজে তা পাঠ করা যায়। কুরআন দিয়ে ক্যালিগ্রাফী বা চারুলিপি করা উক্ত সরলতার বিরোধী। অনেক সময় এগুলি সম্মান হানিকর হয়। অতএব এসব থেকে বিরত থাকা আবশ্যক।

৪. মজলিস ভঙ্গের দো'আ :

পড়া শেষে বিদায়ের সময় মজলিস ভঙ্গের নিম্নোক্ত দো'আটি পাঠ করবে।-

سُبْحَانَكَ اللّٰهُمَّ وَ بِحَمْدِكَ أَشْهَدُ أَنْ لَّآ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ-

'সুবহা-নাকাল্ল-হুম্মা ওয়া বিহাম্দিকা, আশহাদু আল লা ইলা-হা ইল্লা আন্তা, আস্তাগফিরুকা ওয়া আতূবু ইলাইক'। অর্থ : 'মহা পবিত্র তুমি হে আল্লাহ! তোমার প্রশংসার সাথে আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, তুমি ব্যতীত কোন উপাস্য নেই। আমি তোমার নিকটে ক্ষমা প্রার্থনা করছি এবং তোমার দিকেই ফিরে যাচ্ছি (বা তওবা করছি)'।[৯] শিক্ষক-শিক্ষিকাগণ দো'আটি নিজেরা পাঠ করবেন ও ছাত্র-ছাত্রীদের সঠিক উচ্চারণের সাথে পাঠ করাবেন।

৫. কুরআন শিক্ষার ফযীলত :

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, (১) 'তোমাদের মধ্যে উত্তম সেই ব্যক্তি, যে নিজে কুরআন শিখে ও অন্যকে শিখায়'।[১০] (২) তিনি বলেন, 'যে ব্যক্তি আল্লাহ্র কিতাবের একটি হরফ পাঠ করল, সে একটি নেকী পেল। আর প্রত্যেক নেকীর ছওয়াব হ'ল তার দশ গুণ (আন'আম ১৬০)। আমি বলি না যে, 'আলিফ লাম মীম' একটি হরফ। বরং আলিফ একটি হরফ, লাম একটি হরফ ও মীম একটি

৬. বুখারী হা/৭৩৬৫; মুসলিম হা/২৬৬৭; মিশকাত হা/২১৯০।
৭. দারেমী হা/৩৬০১ প্রভৃতি; মিশকাত হা/২২০৮,২১৯৯।
৮. আবুদাঊদ হা/১৩৩৩ প্রভৃতি; মিশকাত হা/২২০২।
৯. তিরমিযী হা/৩৪৩৩; মিশকাত হা/২৪৩৩।
১০. বুখারী হা/৫০২৭; মিশকাত হা/২১০৯।

হরফ'।[১১] অতএব ছওয়াবের নিয়তে 'আলিফ-লাম-মীম' পাঠ করলে সে ৩×১০=৩০টি নেকী পাবে। (৩) তিনি আরও বলেন, 'যে ব্যক্তি কষ্টের সাথে বারবার চেষ্টা করে কুরআন শিখে, তার জন্য দ্বিগুণ ছওয়াব রয়েছে'।[১২]

৬. কুরআনের হাফেয এবং তার পিতা-মাতা ও অভিভাবকের উচ্চ মর্যাদা :

আল্লাহ কুরআন ও হাদীছের হেফাযত করেছেন হাফেযগণের স্মৃতির মাধ্যমে। তিনি বলেন, 'আমরা কুরআন নাযিল করেছি এবং আমরাই এর হেফাযতকারী' *(হিজর ৯)*। আর কুরআন হেফাযতের প্রথম দায়িত্ব হ'ল কুরআনের হাফেযগণের। তাই হাফেযগণের দায়িত্ব ও মর্যাদা দু'টিই সর্বাধিক।

(১) রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, যে ব্যক্তি কুরআন পাঠ করে ও তার হাফেয (وَهُوَ حَافِظٌ لَهُ) হয় (এবং সে অনুযায়ী আমল করে), সে (ক্বিয়ামতের দিন) সম্মানিত লিপিকার ফেরেশতাগণের সাথে থাকবে। আর যে ব্যক্তি কুরআন পাঠ করে ও কষ্টকর হওয়া সত্ত্বেও (ভুলে যাওয়া থেকে) হেফাযত করে, তার জন্য দ্বিগুণ পুরস্কার রয়েছে' (বুখারী হা/৪৯৩৭)।

(২) তিনি বলেন, কুরআনের হাফেযকে (ক্বিয়ামতের দিন) বলা হবে, তেলাওয়াত করতে থাক এবং উপরে উঠতে থাক। তারতীলের সাথে পাঠ করতে থাক, যেভাবে দুনিয়াতে পাঠ করতে। কেননা তোমার মর্যাদার সর্বোচ্চ স্তর হ'ল তোমার পঠিত সর্বশেষ আয়াতের নিকটে'।[১৩]

(৩) তিনি বলেন, ক্বিয়ামতের দিন কুরআন এসে হাফেযকে বলবে, তুমি আমাকে চেন? সে বলবে, তুমি কে? কুরআন বলবে, আমি তোমার দোস্ত, তোমার সাথী, তোমার বন্ধু। আমি তোমাকে রাত্রি জাগরণ করিয়েছি ও দিনের বেলায় কষ্ট করিয়েছি। আমি তোমার সঙ্গে যেতাম, যেখানে তুমি যেতে। প্রত্যেক ব্যবসায়ী তার ব্যবসায়ের ফল পেয়ে থাকে। আজ আমি তোমর জন্য সকল ব্যবসায়ীর ঊর্ধ্বে। অতঃপর তার ডান হাতে রাজত্ব ও বাম হাতে স্থায়ীত্ব প্রদান করা হবে। অতঃপর তার মাথায় মর্যাদার মুকুট পরানো হবে এবং বলা হবে, যাও চিরস্থায়ী অনুগ্রহরাজির মধ্যে। অতঃপর তার পিতা-মাতাকে সর্বোত্তম দু'জোড়া পোষাক পরানো হবে, যা তারা দুনিয়াতে পায়নি। তখন তারা বলবে, এটা কি? আমরা তো এর যোগ্য কোন সৎকর্ম করিনি? জবাবে আল্লাহ বলবেন, তোমাদের সন্তানকে কুরআন শিক্ষাদানের কারণে। অন্য বর্ণনায় এসেছে, তোমাদের সন্তানের কুরআন মুখস্থ করার কারণে। অতঃপর হাফেযকে বলা হবে, তুমি তারতীলের সাথে পাঠ করতে থাক ও উপরে উঠতে থাক। অতঃপর সে যতদূর পাঠ করবে, তত উচ্চে তার মর্যাদার স্থান হবে'।[১৪] যে সকল অভিভাবক অন্যের সন্তানকে হাফেয করান, তারাও ইনশাআল্লাহ উক্ত মর্যাদার অধিকারী হবেন।

১১. তিরমিযী হা/২৯১০; মিশকাত হা/২১৩৭।
১২. বুখারী হা/৪৯৩৭; মুসলিম হা/৭৯৮; মিশকাত হা/২১১২।
১৩. তিরমিযী হা/২৯১৪ প্রভৃতি; মিশকাত হা/২১৩৪।
১৪. মুছান্নাফ আব্দুর রাযযাক হা/৬০১৪; ছহীহাহ হা/২৮২৯।

সবক-৮

সুকূন (اَلسُّكُوْنُ)-এর পরিচয় :

সুকূন অর্থ বিরতি। হরকতযুক্ত হরফকে মিলানোর জন্য সুকূনের প্রয়োজন হয়। সুকূনকে জযমও বলা হয়। যে হরফের উপর সুকূন থাকে, সেই হরফকে 'সাকিন' বলে। সেখানে থামতে হয় এবং সেটি পূর্বের হরকতযুক্ত হরফের সাথে মিলিয়ে পড়তে হয়। সুকূনের প্রচলিত চিহ্ন ৩টি। যথা (ـٰـ/ـْـ /ـُـ)।

১. সুকূনযুক্ত দুই হরফের মাশ্‌ক্ব

(ক) আলিফের সাথে :

اَحْ اِحْ اُحْ	اَجْ اِجْ اُجْ	اَثْ اِثْ اُثْ	اَتْ اِتْ اُتْ	اَبْ اِبْ اُبْ
اَزْ اِزْ اُزْ	اَرْ اِرْ اُرْ	اَذْ اِذْ اُذْ	اَدْ اِدْ اُدْ	اَخْ اِخْ اُخْ
اَطْ اِطْ اُطْ	اَضْ اِضْ اُضْ	اَصْ اِصْ اُصْ	اَشْ اِشْ اُشْ	اَسْ اِسْ اُسْ
اَقْ اِقْ اُقْ	اَفْ اِفْ اُفْ	اَغْ اِغْ اُغْ	اَعْ اِعْ اُعْ	اَظْ اِظْ اُظْ
اَوْ اِوْ اُوْ	اَنْ اِنْ اُنْ	اَمْ اِمْ اُمْ	اَلْ اِلْ اُلْ	اَكْ اِكْ اُكْ
		اَيْ اِيْ اُيْ	اَءْ اِءْ اُءْ	اَهْ اِهْ اُهْ

(খ) অন্য হরফ সমূহের সাথে :

حَثْ حِثْ حُثْ	جَعْ جِعْ جُعْ	ثَقْ ثِقْ ثُقْ	تَكْ تِكْ تُكْ	بَنْ بِنْ بُنْ
زَخْ زِخْ زُخْ	رَحْ رِحْ رُحْ	ذَرْ ذِرْ ذُرْ	دَسْ دِسْ دُسْ	خَطْ خِطْ خُطْ
طَا طِيْ طُوْ	ضَغْ ضِغْ ضُغْ	صَفْ صِفْ صُفْ	شَذْ شِذْ شُذْ	سَدْ سِدْ سُدْ
قَا قِيْ قُوْ	فَا فِيْ فُوْ	غَا غِيْ غُوْ	عَا عِيْ عُوْ	ظَا ظِيْ ظُوْ
وَا وِيْ وُوْ	نَا نِيْ نُوْ	مَا مِيْ مُوْ	لَا لِيْ لُوْ	كَا كِيْ كُوْ
			يَا يِيْ يُوْ	هَا هِيْ هُوْ

২. সুকূনযুক্ত দুই হরফের শব্দ সমূহ :

كَمْ	كُمْ	خُذْ	مِنْ	هُمْ	مَنْ	عَنْ	أَنْ	هَلْ	لَمْ

৩. সুকূনযুক্ত তিন হরফের শব্দ সমূহ :

أَهْلًا	بَغْيًا	تَوْبًا	ثَلْجًا	جَهْدًا	حَلْفًا
خَلْقٍ	دَخْلٍ	ذِكْرٍ	رِزْقٍ	زَوْجٍ	سِتْرٍ
شَهْرٌ	صُبْحٌ	ضَوْءٌ	طَبْخٌ	ظَبْيٌ	عَيْنٌ
غُصْنًا	فَضْلٍ	قَوْلٌ	كَهْلًا	لَحْمٍ	مَوْجٌ
نَوْمًا	وَجْهٍ	هَوْلٌ	يُمْنًا		

৪. সুকূনযুক্ত চার, পাঁচ ও অধিক হরফের শব্দ সমূহ :

يَقِيْنٌ (৪ হরফ) নমল ২৭/২২	فَقِيْرٌ (৪ হরফ) আলে ইমরান ৩/১৮১	يَنْقَلِبُ (৫ হরফ) বাক্বারাহ ২/১৪৩	يَنْطَلِقُ (৫ হরফ) শু'আরা ২৬/১৩	نَسْتَعِيْنُ (৬ হরফ) ফাতিহা ১/৫	يَسْتَهْزِئُ (৬ হরফ) বাক্বারাহ ২/১৫
مُسْتَبْشِرَةٌ (৭ হরফ) আবাসা ৮০/৩৯	مُسْتَنْفِرَةٌ (৭ হরফ) মুদ্দাছছির ৭৪/৫০	مُسْتَضْعَفِيْنَ (৮ হরফ) নিসা ৪/৯৭	يَسْتَفِزَّهُمْ (৮ হরফ) ইসরা ১৭/১০৩	لَيَجْمَعَنَّكُمْ (৯ হরফ) নিসা ৪/৮৭	لَنُخْرِجَنَّكُمْ (৯ হরফ) ইবরাহীম ১৪/১৩
لَيَسْتَفِزُّوْنَكَ (১০ হরফ) ইসরা ১৭/৭৬	لَيُبَدِّلَنَّهُمْ (১০ হরফ) নূর ২৪/৫৫	لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ (১১ হরফ) নূর ২৪/৫৫			

৫. কতকগুলি জযমযুক্ত শব্দ বিচ্ছিন্নভাবে ও লিখন পদ্ধতি অনুসারেঃ

اَلْ حَ مْ دُ	اَنْ عَ مْ تَ	اَشْ هَ دْ تُ	اَنْ تُ مْ	ضَ رَ بْ تُ مْ	نَ شْ رَ حْ

اَلْحَمْدُ	اَنْعَمْتُ	اَشْهَدْتُ	اَنْتُمْ	ضَرَبْتُمْ	نَشْرَحْ

اَكْمَلْتُ	قَدَّمْتُ	اَمَرْتُ	نَضْرِبُ	مَخْتُوْمٌ	تَسْنِيْمٌ
اَكْمَلْتُ	قَدْدَمْتُ	اَمَرْتُ	نَضْرِبُ	مَخْتُوْمٌ	تَسْنِيْمٌ

৬. হরফে লীন : 'ওয়াও' বা 'ইয়া' সাকিনের ডাইনে 'যবর' হ'লে এ দু'টি 'হরফে লীন' হবে। যা দ্রুত পড়তে হয়। যেমন-

أَوْ أَيْ	بَوْ بَىْ	تَوْ تَىْ	ثَوْ ثَىْ	جَوْ جَىْ	حَوْ حَىْ
خَوْ خَىْ	دَوْ دَيْ	ذَوْ ذَيْ	رَوْ رَيْ	زَوْ زَيْ	سَوْ سَىْ
شَوْ شَىْ	صَوْ صَىْ	ضَوْ ضَىْ	طَوْ طَىْ	ظَوْ ظَىْ	عَوْ عَىْ
غَوْ غَىْ	فَوْ فَىْ	قَوْ قَىْ	كَوْ كَىْ	لَوْ لَىْ	مَوْ مَىْ
نَوْ نَىْ	وَوْ وَيْ	هَوْ هَىْ	يَوْ يَىْ		

(ক) হরফে লীন বিশিষ্ট শব্দ ওয়াক্বফের সময় মাদ্দে লীনে পরিণত হয় এবং এক আলিফ টানতে হয়। যেমন-

نُوْحِيْهِ اِلَيْكَ ۚ	حَذَرَ الْمَوْتِ ؕ	رَاْىَ الْعَيْنِ ؕ	يَرِثُوْنَ الْفِرْدَوْسَ ؕ	بِيَدِكَ الْخَيْرُ ؕ	وَذَرُوا الْبَيْعَ ؕ

(খ) হরফে লীন বিশিষ্ট শব্দ বাক্যের মাঝে বা শুরুতে বসলে এবং সেখানে না থামলে টান হবে না। যেমন-

أُنْزِلَ إِلَيْكَ বাক্বারাহ ৪ (মাঝে)	مِنْ اٰلِ فِرْعَوْنَ বাক্বারাহ ৪৯ (মাঝে)	كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ আলে ইমরান (মাঝে) ৪৯	فَتَوَلَّى আ'রাফ ৭৯ (শুরুতে)	فَالْيَوْمَ ইউনুস ৯২ (শুরুতে)	وَالْخَيْلَ নাহল ৮ (শুরুতে)

(গ) ওয়াক্বফ ব্যতীত শব্দের মাঝে হরফে লীন হ'লে টানতে হয় না। যেমন-

بَيْعٌ	عَيْنٌ	زَيْدٌ	غَيْرٌ	خَيْلٌ	عَلَيْكَ	دَيْنٌ	رَيْبَ	كَيْفَ	سَوْفَ
ضَيْفٌ	يَوْمٌ	كَيْدٌ	لَيْتَ	زَيْتٌ	فَوْقَ	شَيْءٌ	مَوْتٌ	لَيْسَ	هَيْتَ

৭. 'আরেযী সাকিন : ওয়াক্বফের কারণে হরকতযুক্ত বা দুই যবর ব্যতীত তানভীনযুক্ত হরফ যখন সাকিন হরফে পরিণত হয়, তখন তাকে 'আরেযী বা সাময়িক সাকিন' বলা হয়। যেমন-

مَا تَعْبُدُوْنَ ۝٢ لا	هُوَ الْاَبْتَرُ ۝٣ ع	هُمْ يُرَآءُوْنَ ۝٦ لا	مِنْ سِجِّيْلٍ ۝٤ لا	لَفِيْ خُسْرٍ ۝٢ لا
مِنْ مَّسَدٍ ۝٥	حَمَّالَةَ الْحَطَبِ ۝٤ ج	وَامْرَاَتُهٗ ط	ذَاتَ لَهَبٍ ۝٣ ج	وَلِيَ دِيْنِ ۝٦
مَلِكِ النَّاسِ ۝٢ لا	اِذَا حَسَدَ ۝٥ ع	كُفُوًا اَحَدٌ ۝٤	اَللّٰهُ الصَّمَدُ ۝٢ ج	هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ ۝١ ج

দুই যবর বিশিষ্ট তানভীনে ওয়াক্বফ করার সময় এক যবর রেখে এক আলিফ টেনে পড়তে হয়। যাকে 'মাদ্দে এওয়ায' বলে। যেমন-

اَسَفًا ۝٦	كَذِبًا ۝٥	وَلَدًا ۝٤	اَمَدًا ۝١٢	اَبَدًا ۝٣ لا	تَوَّابًا ۝٣	أَفْوَاجًا ۝٢
مُرْشِدًا ۝١٧	شَطَطًا ۝١٤	عَدَدًا ۝١١	رَشَدًا ۝١٠	عَجَبًا ۝٩	جُرُزًا ۝٨	عَمَلًا ۝٧

প্রশ্নমালা-৮

(১) সুকূন অর্থ কি? সুকূনের চিহ্ন কয়টি ও কি কি?

(২) সাকিন কাকে বলে? সুকূনের প্রয়োজন কি?

(৩) হরফে লীন কাকে বলে? দুই ও তিন হরফের ৩টি করে উদাহরণ বল/লেখ।

(৪) 'আরেযী সাকিন কাকে বলে? উদাহরণসহ বল/লেখ।

(৫) নীচের শব্দগুলি বানান করে পড় :

خَلْقٍ، فَضْلٍ، هَوْلٌ، اَلْحَمْدُ، ضَرَبْتُمْ، نَشْرَحْ، مُسْتَبْشِرَةٌ، لَيَجْمَعَنَّكُمْ، لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ

বিঃ দ্রঃ শিক্ষক-শিক্ষিকাগণ শশা, নুকতা, হরকত ও তানভীন ভালোভাবে বুঝাবেন ও লিখাবেন।

সবক-৯

তাশদীদ (اَلتَّشْدِيْدُ)-এর পরিচয় :

তাশদীদ অর্থ শক্ত করা। যে হরফের উপরে 'তাশদীদ' (ـّـ) থাকে, তাকে 'মুশাদ্দাদ' বা যুক্তাক্ষর বলে। তাশদীদযুক্ত হরফ দু'বার উচ্চারিত হয়। প্রথমবার ডান হরফের সাথে এবং দ্বিতীয়বার নিজ হরফের হরকতের সাথে। যেমন-

اِنْ نَ = اِنَّ، اَنْ نَ =اَنَّ، عَ مْ مَ = عَمَّ، مِ مْ مَ = مِمَّ، اُمْ مٌ = اُمٌّ-

(১)তাশদীদ-এর মাশ্ক্ব :

جَبَّارٌ	تَوَّابٌ	وَهَّابٌ	قَهَّارٌ	فَتَّاحٌ	غَفَّارٌ	رَزَّاقٌ	رَبٌّ	اللهُ
مُشَكَّلٌ	مُرَتَّبٌ	مُؤَدَّبٌ	مُؤَخِّرٌ	مُقَدِّمٌ	فَعَّالٌ	جَوَّادٌ	مَنَّانٌ	حَنَّانٌ

(২)সুকূনসহ তাশদীদ-এর মাশ্ক্ব :

عُطِّلَتْ	كُوِّرَتْ	كَذَّبَتْ	فُجِّرَتْ	سُعِّرَتْ	تَخَلَّتْ	مُدَّتْ	حُقَّتْ	تَبَّتْ
اِنْشَقَّتْ	صَرَّفْنَا	فُصِّلَتْ	اَمَّنْ	مَهَّدْتُّ	خَفَّتْ	أَخَّرَتْ	قَدَّمَتْ	سُجِّرَتْ

(৩)তাশদীদের পরে তাশদীদ-এর মাশ্ক্ব :

اَتُحَآجُّوْنِّىْ	مَكَّنّٰهُمْ	سَيَذَّكَّرُ	يَزَّكّٰى	مُدَّثِّرٌ	مُزَّمِّلٌ	وَمِنْ شَرِّ النَّفّٰثٰتِ
يَسْتَخِفَّنَّكَ	يَصَّدَّعُوْنَ	زَيَّنَّا	فَاطَّهَّرُوْا	ذُرِّيَّةٌ	يَصَّعَّدُ	مَكِّيٌّ

(৪)মাদ্দ-এর পরে তাশদীদ-এর মাশ্ক্ব :

وَلَا تَحٰٓضُّوْنَ	الصَّآخَّةُ	الطَّآمَّةُ	اَلْحَآقَّةُ	الظَّآنِّيْنَ	الٓمّٓ	وَلَا الضَّآلِّيْنَ

তাশদীদের বিবিধ ব্যবহার :

(১) তানভীনের পরের হরফে তাশদীদ থাকলে দুই যবর, দুই যের বা দুই পেশ-এর স্থলে এক যবর, এক যের ও এক পেশ উচ্চারিত হবে। যেমন-

Contents

قُوَّةٍ وَّلَا نَاصِرٍ	خَيْرٌ لَّكَ	حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ	عَمَدٍ مُّمَدَّدَةٍ	يَوْمَئِذٍ لَّخَبِيْرٌ	مَالًا وَّعَدَّدَهٗ	اَشْتَاتًا لِّيُرَوْا

(২) ن সাকিন ও তানভীনের পর و কিংবা ي-তে তাশদীদ হ'লে সেখানে নূনে গুন্নাহ্‌র ন্যায় নাকি সুরে আওয়ায হবে।-

عَنْ وَّالِدِهٖ	مِنْ وَّلِيٍّ	مِنْ وَّالٍ	لِمَنْ يَّخْشٰى	فَمَنْ يَّكْفُرْ	وَمَنْ يَّعْمَلْ
خَيْرًا يَّرَهٗ	قُلُوْبٌ يَّوْمَئِذٍ	يَوْمَئِذٍ يَّصْدُرُ	بِمَآءٍ وَّاحِدٍ	مُنَادِيًا يُّنَادِيْ	ظُلْمًا وَّزُوْرًا

(৩) সাকিন হরফের পর তাশদীদযুক্ত হরফ এলে সেটাই পড়বে। সাকিন হরফটি উচ্চারিত হবে না।-

أَشْهَدُ اَنْ لَّآ اِلٰهَ	نَخْلُقْكُّمْ	فَرَّطْتُّمْ	عَبَدْتُّمْ	يُوَجِّهْهُّ	مِنْ لِّسَانِيْ	مِنْ رَّبِّهٖ	مِنْ مَّآءٍ

প্রশ্নমালা-৯

(১) যে হরফের উপরে 'তাশদীদ' থাকে তাকে কি বলে?

(২) তাশদীদের হরফ পড়ার নিয়ম কি? লিখে বুঝিয়ে দাও।

(৩) তানভীনের পর হরফে মুশাদ্দাদ আসলে কিভাবে পড়তে হয়? উদাহরণসহ বল/লেখ।

(৪) ن সাকিনের পর و বা ي মুশাদ্দাদ এলে সেখানে কিভাবে পড়তে হয়? উদাহরণসহ বল/লেখ।

(৫) তানভীনের পর و বা ي মুশাদ্দাদ এলে সেখানে কিভাবে পড়তে হয়? উদাহরণসহ বল/লেখ।

(৬) সাকিন হরফের পর তাশদীদযুক্ত হরফ এলে কিভাবে পড়তে হয়? উদাহরণসহ বল/লেখ।

(৭) নীচের শব্দগুলি বানান করে পড়/লেখ।-

اَللّٰهُ، تَوَّابٌ، جَوَّادٌ، تَبَّتْ، كُوِّرَتْ، مُزَّمِّلٌ، اَتُحَآجُّوْنِّيْ، يَصَّدَّعُوْنَ، وَلَا الضَّآلِّيْنَ، اَلْحَآقَّةُ -

(৮) শূন্যস্থান পূরণ কর :

(১) مُ + قَ + دْ + دِ + مٌ = ...   (২) مُ + وَ + دْ + دَ + بٌ = ...

(৩) تَ + بْ + ... + تْ = تَبَّتْ   (৪) تَ + ... + لْ + لَ + تْ = تَخَلَّتْ

(৫) ... + وْ + مَ + ءِ + ... = يَوْمَئِذٍ   (৬) ... + رْ + رِ + يْ + يَ + ... = ذُرِّيَّةٌ

সবক-১০

মাদ্দ ও ক্বছর (اَلْمَدُّوالْقَصْرُ) :

কুরআন পাঠের জন্য মাদ্দ ও ক্বছর বিষয়টি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। 'মাদ্দ' অর্থ টেনে পড়া। যা এক, তিন বা চার আলিফ পর্যন্ত হয়ে থাকে। 'ক্বছর' অর্থ থামা বা সংক্ষেপ করা। এক আলিফ অর্থ, এক শ্বাস।

মাদ্দের হরফ তিনটি : وا ي, যেগুলিকে হুরূফে ইল্লাত বা স্বরবর্ণ বলা হয়।

মাদ্দ দু'প্রকার : মাদ্দে আছলী ও মাদ্দে ফারঈ। মাদ্দের আগে বা পরে হামযাহ বা সুকূন না থাকলে তাকে 'মাদ্দে আছলী' বা আসল মাদ্দ বলে। মাদ্দে আছলীর আগে বা পরে হামযাহ বা সুকূন থাকলে তাকে 'মাদ্দে ফারঈ' বা শাখা মাদ্দ বলে। এক আলিফের মাদ্দের চিহ্ন খাড়া যবর (ـٰـ), খাড়া যের (ـٖـ) ও উল্টা পেশ (ـٗـ)। তিন আলিফের মাদ্দের চিহ্ন (ـٓـ) এবং চার আলিফের মাদ্দের চিহ্ন (ـٓـ)।এক আলিফের মাদ্দকে 'ছোট মাদ্দ' এবং তিন ও চার আলিফের লম্বা মাদ্দকে 'বড় মাদ্দ' বলা হয়।

(ক) মাদ্দে আছলী (اَلْمَدُّالْأَصْلِيُّ) :

এর হরফ ৩ টি : و ا ي এগুলি যখন অন্য হরফের সাথে মিলিত হয়, তখন কমপক্ষে এক আলিফ টেনে পড়তে হয়। যেমন-بَا بُوْ بِيْ

মাদ্দে আছলীর মাশ্ক্ব :

بَا بُوْ بِيْ	تَا تُوْ تِيْ	ثَا ثُوْ ثِيْ	جَا جُوْ جِيْ	حَا حُوْ حِيْ
خَا خُوْ خِيْ	دَا دُوْ دِيْ	ذَا ذُوْ ذِيْ	رَا رُوْ رِيْ	زَا زُوْ زِيْ
سَا سُوْ سِيْ	شَا شُوْ شِيْ	صَا صُوْ صِيْ	ضَا ضُوْ ضِيْ	طَا طُوْ طِيْ
ظَا ظُوْ ظِيْ	عَا عُوْ عِيْ	غَا غُوْ غِيْ	فَا فُوْ فِيْ	قَا قُوْ قِيْ
كَا كُوْ كِيْ	لَا لُوْ لِيْ	مَا مُوْ مِيْ	نَا نُوْ نِيْ	وَا وُوْ وِيْ
هَا هُوْ هِيْ	ءَا ءُوْ ءِيْ	يَا يُوْ يِيْ-		

মাদ্দে আছলীযুক্ত শব্দ সমূহ :

بَاعَ	بِيْعَ	خَافَ	خِيْفَ	كَانَ	يَغْشَى	خَدِيْجَةُ	طَاهِرَةٌ
فَاطِمَةُ	عَائِشَــةُ	هَارُوْنُ	اَمِيْنٌ	مَامُوْنٌ	حَمِيْدٌ	شَكُوْرٌ	جُمَانَةُ

(খ) খাড়া যবর, খাড়া যের ও উল্টা পেশ থাকলে সেখানে এক আলিফ টেনে পড়তে হয়। এগুলি ক্বছর বা ছোট মাদ্দ-এর অন্তর্ভুক্ত। যেমন-

بٰ بٖ بُ	تٰ تٖ تُ	ثٰ ثٖ ثُ	جٰ جٖ جُ	حٰ حٖ حُ	خٰ خٖ خُ	دٰ دٖ دُ
ذٰ ذٖ ذُ	رٰ رٖ رُ	زٰ زٖ زُ	سٰ سٖ سُ	شٰ شٖ شُ	صٰ صٖ صُ	ضٰ ضٖ ضُ
طٰ طٖ طُ	ظٰ ظٖ ظُ	عٰ عٖ عُ	غٰ غٖ غُ	فٰ فٖ فُ	قٰ قٖ قُ	كٰ كٖ كُ
لٰ لٖ لُ	مٰ مٖ مُ	نٰ نٖ نُ	وٰ وٖ وُ	هٰ هٖ هُ	ءٰ ءٖ ءُ	يٰ يٖ يُ

কয়েকটি উদাহরণ :

حَيٰوةٌ	صَلٰوةٌ	رَزَقْنٰهُمْ	خَطٰيٰكُمْ	سُبْحٰنَهٗ	سَمٰوٰتٍ	مَاٰبًا
يُحْيٖ	مِنْ اٰيٰتِهٖ	مِنْ خَلْفِهٖ	اِلٰى اَهْلِهٖ	اِلٰى ثَمَرِهٖ	بِيَمِيْنِهٖ	بِشِمَالِهٖ
طَعَامُهٗ	عِنْدَهٗ	شَرَابُهٗ	مَالُهٗ	اَجْرُهٗ	يَلْوٗنَ	دَاوٗدُ

প্রশ্নমালা-১০

(১) মাদ্দ ও ক্বছর বলতে কি বুঝায়? মাদ্দের হরফ কয়টি ও কি কি?

(২) মাদ্দ কত প্রকার ও কি কি?

(৩) মাদ্দে আছলী ও মাদ্দে ফারঈ কাকে বলে?

(৪) বড় মাদ্দ ও ছোট মাদ্দ কাকে বলে?

(৫) খাড়া যবর বিশিষ্ট হরফগুলি পড় ও লেখ।

(৬) খাড়া যের বিশিষ্ট হরফগুলি পড় ও লেখ।

(৭) উল্টা পেশ বিশিষ্ট হরফগুলি পড় ও লেখ।

(৮) নীচের হরফগুলি খাড়া যবর দিয়ে লেখ ও পড় :

ت ث د ض ط ف ك هـ ء ي

(৯) নীচের হরফগুলি খাড়া যের দিয়ে লেখ ও পড় :

ا ب ح ز غ ق ل م ن و

(১০) নীচের হরফগুলি উল্টা পেশ দিয়ে লেখ ও পড় :

ج خ ذ ر س ش ص ظ ع

(১১) নীচের হরফগুলির সাথে ا و ي যুক্ত করে যবর, যের ও পেশ দিয়ে লেখ ও পড় :

ب ج خ ر ز ش ض ظ ع ف ك ن

(১২) নিম্নের যে কোন ৩টির বিশুদ্ধভাবে উচ্চারণ কর :

بَا بُوْ بِيْ وَا وُوْ وِيْ	تَا تُوْ تِيْ طَا طُوْ طِيْ	ذَا ذُوْ ذِيْ زَا زُوْ زِيْ
سَا سُوْ سِيْ شَا شُوْ شِيْ	قَا قُوْ قِيْ كَا كُوْ كِيْ	حَا حُوْ حِيْ هَا هُوْ هِيْ
عَا عُوْ عِيْ غَا غُوْ غِيْ	ضَا ضُوْ ضِيْ ظَا ظُوْ ظِيْ	ثَا ثُوْ ثِيْ صَا صُوْ صِيْ

(১৩) শূন্যস্থান পূরণ কর :

(১) ثْ = ... + ث (২) غِ = ... + غ (৩) هٗ = ... + ه

(৪) لَا = ... + ل (৫) شِيْ = ... + ش (৬) خُوْ = ... + ...

(১৪) যে কোন ২টির বানান কর/লেখ :

حَمِيْدٌ، جُمَانَةُ، خَطِيْكُمْ، سُبْحٰنَهٗ، مِنْ اٰيٰتِهٖ، اِلٰى ثَمَرِهٖ۔